23

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা

সালেহ চৌধুরী

শেষ হওয়ার মুখে এসে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা বন্ধ এবং বাতিল হয়েছে। এ নিয়ে এখন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার মুখটাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে গুজব ছড়াতে শুরু করে। একটি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়ার পরই গুজব সত্যে রূপান্তরিত হয়—শুরু হয় প্রশ্নপত্রের ঢালাও বিকি-কিনি, আর তা চলতেই থাকে। এমন কি কোন কোন পত্রিকাও প্রশ্নপত্র আগাম ছেপে দেয়। এ অবস্থায় পরীক্ষা বাতিল করা ছাড়া উপায় থাকে না। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা লংঘিত হলে পরীক্ষা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। কর্তৃপক্ষ সঙ্গত-ভাবেই গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরীক্ষার্থী আর অভিভাবক মহলের ক্ষোভকেও অসঙ্গত বলার উপায় নেই। একটি পরীক্ষার আয়োজনে তাদের কম কাঠখড় পোড়াতে হয় না। দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা দেয়া কারও কারও পক্ষে যদি অসম্ভব হয়ে ওঠে তাতে আর যাই হোক অবাক হওয়ার কারণ থাকবে না।

সব মিলিয়ে স্বীকার করতেই হবে, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে এ নিয়ে ব্যস্ত-বিব্রতও রয়েছেন আন্দাজ করা যায়। ব্যস্ত নয়া পরীক্ষার আয়োজন নিয়ে, বিব্রত আলোচনা-সমালোচনার দায় সামলাতে। একই সঙ্গে যা কিছু ঘটে গেছে তার একটা ফয়সালায় আসার ঝক্কিও আছে। বিভাগীয় তদন্তও সম্ভবত এরই মাঝে চালু হয়ে গেছে।

এমন একটা বিপর্যয়কর ঘটনার পর বিব্রতকর ঝক্কি-ঝামেলা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। আর এতে করেই যদি সব দুর্ভাবনার মুক্তি ঘটতো মনে হয় সকলেই একে স্বাগত জানিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম। ব্যাপার-টিকে আমাদের তেমন সহজ মনে হচ্ছে না। প্রশ্নপত্র এর আগেও ফাঁস হয়েছে। বিশেষ করে কুমিল্লা বোর্ড এ ব্যাপারে 'রেকর্ড মর্যাদা'র অধিকারী। গত বছর এ নিয়ে যে কেলেঙ্কারী-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের রদবদলসহ তদন্তা-নুষ্ঠান প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থাই নেয়া হয়। তদন্তের ফল কি ছিল তা জানার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবে অবস্থার যে ইতরবিশেষ ঘটেনি তা এবারকার অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে। বরং অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটেছে এমন ভাবাই সঙ্গত মনে হয়।

সব মিলে যে উদ্বেগ জমা হয়েছে তার থেকে মুক্ত থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। উদ্বিগ্নচিত্তেই আমরা বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করি। ফলে উদ্বেগই কেবল বেড়েছে। এই উদ্বেগ আর তার কারণটা তুলে ধরার জন্যেই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের অবতারণা।

কুমিল্লা বোর্ডের এই পরীক্ষা কেলেঙ্কারী পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে বিস্ময়ে হতভম্ব হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এক কথায় ব্যাপারটা যেন সেই লখিন্দরের লোহার বাসর ঘরে নাগ প্রবেশের ছিদ্র থেকে যাওয়া।

এমনিতে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা বা নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে বিতরণ পর্যন্ত কোন পর্যায়েই বোর্ডের কারও হাত দেয়ার উপায় নেই। ভিন্ন বোর্ডের বাছাই শিক্ষকেরা প্রশ্ন তৈরি এবং তার সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করে সীলমোহর করা খামে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের হাতে তুলে দেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তা সরকারী ছাপাখানায় পৌঁছে দিলে তারা সীল-মোহর পরীক্ষা করেই গ্রহণ করেন। এরপর ছাপাখানার কড়া নিরাপত্তায় মুদ্রণ শেষে কেন্দ্র অনুযায়ী আলাদা খামে সীল করে বোর্ডের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়। কড়া পুলিশ পাহারায় প্রতি জেলার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে প্রশ্নের ট্রাঙ্ক জেলা সদরে পৌঁছায়। জেলা প্রশাসনই তা সংরক্ষণ করেন এবং পরীক্ষার দু'একদিন আগে একই ধরনের সতর্ক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এই কড়াকড়ি কাটিয়ে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঠেকে। তবে এ অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই ঘটে চলেছে এবং এ বছর বলতে গেলে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর এখানেই আমাদের সকল দুর্ভাবনার কারণ নিহিত।

এতসব সতর্কতা আর সাবধানতা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, কোন বিকল্পের কথা তখন ভাবাও সম্ভব নয়। ফলে সর্বোচ্চ সাবধানতায় গলদ নির্ণয় অপরিহার্য। কোন পর্যায়ে আর কোথা দিয়ে প্রশ্ন ফাঁস হয় তা খুঁজে বের করতেই হবে। আমরা তাই তদন্তের ব্যাপারটাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আগামী দিনের পরীক্ষার আয়োজন যদি নিরাপদ হয়ে ওঠে,যত কষ্টকরই হোক, এবারকার ভোগান্তি মেনে নিতে কারও আপত্তি থাকবে না।

পরীক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন বলে কিছু আভাস পাওয়া গেছে। প্রয়োজনবোধে তেমন কিছু করার অধিকার অবশ্যই কর্তৃপক্ষের আছে এবং সব সময়ই থাকবে এবং ছিল। এ পর্যায়ে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কঠোরতর আইন-প্রণয়নের ব্যাপারটা তো নূতন কিছু নয়। এর আগেও বেশ কিছু নয়া ব্যবস্থার কথা শোনা গেছে। আশি সনের বিয়াল্লিশ নম্বর আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে আইনে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মত অনাচার দমনের জন্যে চার বছর পর্যন্ত জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয় বিধ দন্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এখন, সে আইনের প্রয়োগ কি যথাযথ ঘটেছে?

আশির আইনে বলা হয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্ন যারা বেআইনীভাবে বিলিবন্টন করবে কিংবা যাদের কাছে প্রশ্ন বা তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পাওয়া যাবে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফ-তার করে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রশ্নপত্রের ফাঁস করা রোধ করতে হলে এই গ্রেফতারী অপরিহার্য। কেননা কেবল এ পথেই মূল কুচক্রীদের সনাক্ত করা সম্ভব। দেশে যখন ঢালাওভাবে প্রশ্নপত্র বিকিকিনি হয়, তখন কাউকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?

সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারী চলাকালে যে তা করা হয়নি এমন খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এবার ঘটনার সূচনা হয় চট্টগ্রামে। চাটগাঁর একটি কাগজে বলা হয়েছে, প্রথম দিনেই একটি ফটোস্ট্যাট করার দোকান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রশ্ন বিক্রি হয়। এক পর্যায়ে দোকানে পুলিশ এলে দোকানদার তাদের হাঁকিয়ে দেন। অধিকতর শক্তি নিয়ে ফিরে আসার জন্যে পুলিশ থানায় গেলেও রাত আটটায় দোকান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কাউকে আর আসতে দেখা যায়নি।

এই খবরের কোনো প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়েনি। তবে কি একে সত্য ঘটনা বলেই মেনে নিতে হবে? যদি তাই হয়, আইনের কঠোরতা বাড়িয়ে কিছুই হওয়ার নয়। আমাদের সেই পুরানো কথায় ফিরে যেতে হবে, প্রয়োগের নিশ্চয়তা ছাড়া আইন প্রণয়ন পন্ডশ্রম মাত্র। এ ব্যাপারটিকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। পরীক্ষার সঙ্গে এ যুগে বোর্ড বিদ্যালয় ছাড়া আরো বহু সংস্থা জড়িত। সকল পর্যায়ে আইনের কঠোর অনুসৃতিই কেবল সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণ বা পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারে। যে কোনো একটি পর্যায়ে অসতর্কতা বা অনিয়ম গোটা আয়োজন বানচাল করে দেয়ার জন্যে পর্যাপ্ত। আর হয়েছেও তাই। অঘটনটা কোন পর্যায়ে বা স্তরে ঘটেছে তা নির্ণয় করতে পারলেই সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে।

সাধারণ হিসেবে দেখা যায় এ বছর কম করে হলেও কোটি টাকার প্রশ্ন বিকিকিনি হয়েছে। বলতে গেলে প্রায় বিনিয়োগের ঝুঁকি ছাড়াই এমন বড় ব্যবসায় অকল্পনীয়। কুচক্রী মহল যে এতে আগ্রহী হবে এতে তাই বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। প্রতি-কার নির্ণয় আর তার বাস্তবায়নেও অধিকতর সতর্কতা প্রয়োজন।

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সংক্রান্ত প্রতিটি ঘটনার উৎপত্তিস্থলই একটা বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ। এ ব্যাপারটির গুরুত্বও তলিয়ে দেখার মত। অকুস্থল থেকে সূত্রানুসন্ধান শুরু করে ঘটনার মূলে পৌঁছানো অসম্ভব হওয়ার কারণ আছে বলে মনে হয় না। মাধ্যমিক পরীক্ষার মত একটা বিশাল ব্যাপার এবং এর সঙ্গে বহু পক্ষের সংশ্লিষ্টতা ব্যাপারটাকে যত জটিলই করে থাকুক, এর মূল নির্ণয় রাষ্ট্রশক্তির জন্যে কঠিন হওয়ার কথা নয়। শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হলে এই মূলে আমাদের পৌঁছাতে হবেই। কাউকে দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। জরুরী সত্য আবিষ্কারের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ভূমিকা যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন।

যা ঘটে গেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এর পুনরাবৃত্তি অধিকতর অবাঞ্ছিত। আর এ জন্যেই প্রায় নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার কোন স্তর বা পর্যায়ে গলদ তার ঠাঁই করে নিয়েছে তা অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে, এর পেছনে একটি সংঘবদ্ধ উদ্যোগ সক্রিয়। এ যাবত যেটুকু অদলবদল করা হয়েছে তা এ চক্রকে স্পর্শ করতে পারেনি। সতর্ক অনুসন্ধান তাই আরো জরুরী।

আইনগত সুযোগ-সুবিধা যা আছে তার প্রয়োগ কিংবা সহায়তা যদি নিশ্চিত না থাকে নতুন আইনের কড়াকড়িও প্রহসনে পরিণতি পেতে বাধ্য। প্রচলিত আইন কতটা প্রয়োগ করা গেছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো রকমের দোলাচল নীতি বা নমনীয়তা এতে প্রশ্রয় পেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টির সঙ্গে এ ব্যাপারটাও তলিয়ে দেখা দরকার, বোর্ড এ ব্যাপারে কতটা উদ্যোগী আর সতর্ক ছিলেন। কেননা সাধারণ বিবেচনায় পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতার দায় বোর্ডের উপরই বর্তাতে বাধ্য। বোর্ডের সতর্কতার দিকটি খতিয়ে দেখা তাই আবশ্যিক।

এ নিবন্ধ রচনার শেষ-পর্যায়ে এসেই জানা গেল, কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার নতুন সময়-সূচী ঘোষিত হয়েছে এবং বোর্ডের ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষার বাংলা বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ের পরীক্ষা আগামী ২২শে আগষ্ট থেকে শুরু হবে। এই প্রেক্ষিতে আমরা আশা করবো, এ-ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আশ্বাস ও স্বস্তি বয়ে আনবে।